যুগান্তর

তারিখ ... 13 APR 2014 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৮ ...

প্রী তি রা হা

প্রশ্নপত্র ফাঁসকারী ও এর সুবিধাভোগী উভয়েই দুর্নীতিবাজ

৯ মার্চ ২০১৪। ঘড়িতে তখন রাত ১০টা। টিভি স্ক্রিনে ভেসে উঠছে, 'ঢাকা বোর্ডের আগামীকালের ইংরেজি দ্বিতীয় পত্র পরীক্ষা স্থগিত। পরীক্ষার পরবর্তী সময় পরে জানানো হবে'। সিদ্ধান্তটি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার ঠিক ১২ ঘণ্টা আগে জানা গেল। সুতরাং ১০ মার্চের পরীক্ষাটি স্থগিত হল। স্বভাবতই পরীক্ষার্থীরা কিছুটা ভেঙে পড়েছে। অভিভাবকদের ওপরও চাপ কম যাচ্ছে না। পরীক্ষা পেছানোর কারণটি গোপন থাকেনি। জানাজানি হয়ে গেছে। ঢাকা বোর্ডের ইংরেজি দ্বিতীয় পত্রের সব সেটের প্রশ্নই ফাঁস হয়ে গেছে। বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া গেছে একটি টিভি চ্যানেলের ব্রেকিং নিউজ থেকে। এক ব্যক্তি প্রশ্নপত্রসহ আটক হয়েছেন। এরপর ১০ মার্চ দুপুরে জানা গেল, শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে জানানো হয়েছে স্থগিত পরীক্ষাটির পরবর্তী তারিখ। ঢাকা বোর্ডের স্থগিত ইংরেজি দ্বিতীয় পত্র পরীক্ষা আগামী ৮ জুন সকাল ১০টায় অনুষ্ঠিত হবে।

এক পরীক্ষার্থীর কথা শুনে আমি রীতিমতো চমকে উঠেছি। ইংরেজি দ্বিতীয় পত্র পরীক্ষার আগের রাতে সব ফাঁস হয়ে যাওয়া প্রশ্নপত্র সে পেয়েছিল। ওই রাতে পরীক্ষা স্থগিতের খবরটি পাওয়ার আগ মুহূর্তেও সে উত্তরগুলো রিভিশন দিচ্ছিল। এমন সময় বাসা থেকে খবর আসায় সে জানতে পারে পরীক্ষা স্থগিত হয়ে গেছে। এতে সেই পরীক্ষার্থী ভীষণভাবে ভেঙে পড়েছে! তার ধারণা ছিল, ইংরেজি দ্বিতীয় পত্র পরীক্ষার পর সে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলতে পারবে, সে এবার ইংরেজিতে এ+ পাবেই। যা হোক, তার মনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা হয়তো এভাবে পূরণ হওয়ার নয়। ৮ জুন পরীক্ষাটি হবে একটি নতুন প্রশ্নে। তার কাছ থেকে আরও জানলাম, তারা নাকি আগের তিনটি পরীক্ষা যথাক্রমে বাংলা প্রথম পত্র, বাংলা দ্বিতীয় পত্র এবং ইংরেজি প্রথম পত্র পরীক্ষার প্রশ্নপত্রও পরীক্ষার আগের দিনই পেয়েছিল। এসব শুনে এবং তার পরীক্ষা স্থগিত হওয়ায় অদ্ভুত বেদনা (!) দেখে কী করব বুঝতে পারছিলাম না। উল্লেখ্য, এই পরীক্ষার্থী কিন্তু তথাকথিত একজন মেধাবী শিক্ষার্থী। আমাদের দেশের মেধাবীদের যদি এ অবস্থা হয়, তবে যারা মেধার অহংকার করেন তারা এখন কী করবেন! আসলে বাঁকা পথে খুব বেশি সফল হওয়া যায় না। এক সময় আটকে যেতে হয়।

আমি এও শুনেছি, মাত্র তিন হাজার টাকার বিনিময়ে প্রশ্নপত্র পাওয়া গেছে। এছাড়াও এবারের ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্রটি ইন্টারনেট ও মুঠোফোনের সাহায্যে দ্রুত পরীক্ষার্থীদের মাঝে ছড়িয়ে পড়েছে। একটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকার প্রতিবেদন পড়ে একই খবর জানা গেছে। অনেকে এও অভিযোগ করেছেন, পরীক্ষার আগের দিন ফেসবুকের বিভিন্ন পেজে প্রশ্নপত্র ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে। আরেকটি অজানা খবর শুনলাম— আবার নাকি পরীক্ষা শুরুর বেশ কিছুদিন আগেই একটি অফার চালু করা হয়েছিল। সেখানে বলা হয়েছিল, ২০ হাজার টাকার বিনিময়ে সব পরীক্ষার প্রশ্নপত্র সংগ্রহ করা যাবে।

পাবলিক পরীক্ষাসমূহ (অপরাধ) আইন ১৯৮০ এবং সংশোধনী ১৯৯২ আইনে প্রশ্নপত্র ফাঁস, প্রকাশ বা বিতরণের সঙ্গে জড়িত থাকার শাস্তি ন্যূনতম তিন বছর থেকে সর্বোচ্চ ১০ বছরের কারাদণ্ডসহ অর্থদণ্ডের বিধান রয়েছে। আইনটি প্রণয়নের পর বিসিএসসহ বিভিন্ন পরীক্ষায় অন্তত ৬২টি প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু এখনও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির কোনো উদাহরণ পাওয়া যায়নি।

একটি বেসরকারি টিভি চ্যানেলে প্রশ্নপত্র ফাঁস নিয়ে একটি রিপোর্ট দেখানো হচ্ছিল। সেখানে একজন শিক্ষাবিদের সাক্ষাৎকার শুনছিলাম। তার মতে, পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার মাত্র ১৫ মিনিট আগে যদি প্রশ্নের কপি পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোতে ইমেইল করে পাঠানো হয়, তাহলে প্রশ্নপত্র ফাঁস ঠেকানো সম্ভব। আমি এ শিক্ষাবিদের ওপর পূর্ণ সম্মান রেখেই তার সঙ্গে দ্বিমত প্রকাশ করতে চাচ্ছি। কারণ একটি পরীক্ষা কেন্দ্রে অনেক ক্ষেত্রে পাঁচ শতাধিক পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে থাকে। এ ১৫ মিনিটে কমপক্ষে ৫০০ জনের জন্য ৫০০ কপি প্রশ্ন ছাপানো কি আদৌ সম্ভব? তাছাড়া বৈদ্যুতিক গোলযোগ, ইন্টারনেটে সমস্যাসহ অন্যান্য প্রতিবন্ধকতার আশংকাও একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না।

২০১২ সালে মেডিকেলে ভর্তি পরীক্ষা নেয়ার পরিবর্তে শিক্ষার্থীদের এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার জিপিএ'র ওপর ভিত্তি করে মেডিকেলে ভর্তি সম্পন্ন করতে চেয়েছিল তৎকালীন কর্তৃপক্ষ। এ নিয়ে তখন ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনা হয়েছিল। ফেসবুক, ব্লগ ও টেলিভিশনের টকশোতে আলোচনার ঝড় উঠেছিল। আমার নিজের অবস্থানও জিপিএ'র ভিত্তিতে মেডিকেলে ভর্তির বিপক্ষে ছিল। তখন আমি একটি লেখা লিখেছিলাম। এতে বলেছিলাম, এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় প্রকাশ্যে হয়তো নকল করা হচ্ছে না। কিন্তু দুর্নীতি এখন সর্বত্র। ৯৯ জনের একটি রুমে প্রত্যেকে পাঁচ হাজার করে টাকা দিয়ে পুরো রুমটা নিজেদের দখলে নিয়েছিল এবং এটি ২০০৮ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় একটি জেলা সদরের পরীক্ষা কেন্দ্রে হয়েছিল। এ তো অনেক বড় ঘটনার কথা বলে ফেললাম। আরেকটি ছোট ঘটনা হল— ব্যবহারিকে টাকা দিয়ে নম্বর পাওয়াটাও কোনো ব্যাপার নয়। টাকা না পেলে নম্বর কেটে নেবে, নয়তো ফেল করিয়ে দেবে। একবার এক পরীক্ষার্থীর অভিভাবক আমার বাবার এক সহকর্মীকে বলতে গেলে তুলে নিয়ে গিয়েছিলেন। কারণ যে শিক্ষক তার সন্তানের খাতা দেখছেন, তিনি ওই ব্যক্তির বিশেষ পরিচিত। পাঠক, নিশ্চয় বুঝতে পারছেন এসব প্রভাবশালীর হাত কতটা লম্বা। এটি বেশ ক বছর আগে ঘটে যাওয়া একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এখন তাহলে দুর্নীতি কতটা উঁচুতে উঠেছে? এত কিছুর পরও কি আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের মনে হয়, জিপিএ'র ভিত্তিতে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় বা মেডিকেল কলেজে ভর্তি করার দাবি যুক্তিযুক্ত?

প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে একটি শক্তিশালী চক্র জড়িত রয়েছে। অর্থের বিনিময়ে তারা সব অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে। অপরদিকে আমাদের সমাজে অভিভাবক শ্রেণীর মানুষেরাও কম যান না। তাদের অনেকে সন্তানের ব্যাপারে এতটাই সন্ত্রাণ (!) যে, টাকার বিনিময়ে প্রশ্নপত্র কিনে এনে সন্তানের হাতে তুলে দেন। আমার ভীষণ জানতে ইচ্ছা করে, এ শিক্ষার্থী কিংবা তার অভিভাবকের মধ্যে কি কোনো লজ্জাবোধ কাজ করে না? অভিভাবকরা যখন এমন অনিয়ম আর দুর্নীতি করেন, তখন সন্তানরা তাদের কাছ থেকে কী শিক্ষা পাবে? মাঝে মাঝে প্রশ্ন জাগত, যিনি ঘুষ নিয়ে থাকেন, তাদের পরিবারের সদস্যরা তাকে কী মনে করে? খারাপ, না ভালো? এ ঘুষের টাকায় যেসব মানুষ চলে, তাদের কি কখনও নিজেদের ওপর ঘৃণা জন্মে? পরিবারের মানুষরাই বা এ ঘুষখোরদের কীভাবে দেখে? কেমন নির্লজ্জের মতো তারা মানুষের কাছে ঘুষ চায়! ভাবতেই অবাক লাগে।

যে কোনো পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার অপেক্ষায় থাকে কিছু শিক্ষার্থী ও অভিভাবক। বিবেকহীন হয়ে এমন সাফল্যের প্রয়োজনীয়তা কী? নিজের সততাকে জলাঞ্জলি দিলে আর থাকে কী? আর কিছুদিন পর হয়তো শুনতে হবে, কোনো এক শিক্ষার্থী প্রশ্ন না পাওয়ার দুঃখে অভিভাবককে দায়ী করছে! কারণ, যেভাবে প্রশ্নপত্র ফাঁস হতে শুরু করেছে, তাতে কেউ না পেলেই অস্বাভাবিক বোধ হবে। আপনার বিবেককে জিজ্ঞাসা করুন। নিজের বিবেককে কখনও হারিয়ে ফেলবেন না। যদি বিবেকশূন্য হন, তবে আপনার জীবনের কোনো অর্থই অবশিষ্ট থাকবে না।

মূল্যবোধ ক্ষয় বা বিলুপ্ত হতে থাকলে বোধহয় এমনই হয়। ভীষণ দুঃখের ব্যাপার এই, পাবলিক পরীক্ষা থেকে চাকরির নিয়োগ পরীক্ষা— কোথাও প্রশ্নপত্র ফাঁস হতে বাকি নেই। এ যেন এখন এক স্বাভাবিক ঘটনায় রূপ নিয়েছে। প্রতিযোগিতায় জেতার জন্য হলেও বিপথের পথিক হতে হবে? এ অন্যায় অন্যায়ের পথটিই বেছে নিতে হবে সাফল্যের শোপান হিসেবে?

প্রীতি রাহা : প্রাবন্ধিক
preetiraha@ymail.com